



সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ২৭৩
WEEKLY BOOKLET: 273

আমীন আহল সুন্নাত এবং ফাঈদা এবং লিখিত কিবর
“কর্মযোগ সুন্নাত” এবং একটি আশুর মন্ত্রস্থোত্রণ ও পরিবর্তনের জন্মকাণ্ড

কৃষ্ণাচার মস্তুক

হজলত দিয়ে শোভাটি সুন্নাত?

১০

১৭

হজলত থেকে মানুষের কর্মীসত্ত্ব

মন্ত্রস্থোত্র কর্ম করে করে করে করে

১৯

২০

মস্তুক সুন্নাত আশুর কর্ম করা মা



শায়খে তরীকত, আমীরের আহলে সুন্নাত,
দাঁওয়াতে ইসলামীর অতিষ্ঠাতা হ্যরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুশান্নপ ইলাইয়াম্য আত্ম কাপড়ী রয়ে

كتابات
المطبوعات

الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعُلَمَائِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِينَ ط
أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

এই বিষয়বন্ধ “ফয়ানে সুন্নাত” ১ম খণ্ড ১৯৭-২১৪ পৃষ্ঠা হতে নেয়া হয়েছে

কৃষ্ণ মসজিদ

আত্মরে দেয়া: হে মুসলিম! যে কেউ এই “কৃষ্ণ মসজিদ” পুস্তিকাটি
পড়ে বা শুনে নিবে, তাকে বরকতময় হালাল ও সহজ ভাবে রিযিক দান করো, আর
তার উপর সব সময়ের জন্য সন্তুষ্ট হয়ে যাও।
أَمِنٌ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّنَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَآلهِ وَسَلَّمَ ।

দরদ শরীফের ফাঈলত

প্রিয় নবী রাসূলে আরবী ছয়ুর পূর্বনূর ইরশাদ
করেন: কিয়ামতের দিন লোকদের মধ্যে আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে
যেই দুনিয়ায় আমার উপর অধিক হারে দরদ শরীফ পাঠ করে।

(তিরমীষি, ২/২৭, হাদীস: ৪৮৪)

صَلَوٰةً عَلٰى مُحَمَّدٍ صَلَوٰةً عَلٰى الْحَبِيبِ!

প্রিয় ইসলামী ভাই়েরা! যদি নানা প্রকারের খাবার যেমন-জর্দা,
পোলাও ও আচার ইত্যাদি একই থালায় থাকে তবে এ অবস্থায় অপর দিক
থেকে নেয়ারও অনুমতি রয়েছে। যেমন-

লালা ধরণের খেজুরের থালা

হযরত সায়িদুনা ইকরাস رضي الله عنه বর্ণনা করেন যে, প্রিয় নবী হ্যুর পূরনূর এর দরবারে একখানা থালা পেশ করা হলো, যাতে অনেক শরীদ (বোল মিশ্রিত রঞ্চির টুকরা) ছিল। আমরা তা থেকে খাচ্ছিলাম। আমি নিজের হাত থালার পাশ গুলোর এদিক- সেদিক দিচ্ছিলাম, তখন নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করলেন: “হে ইকরাস! একই জায়গা থেকে খাও, কেননা এটা একই (ধরণের) খাবার।” অতঃপর আমাদের নিকট রেকাবী আনা হলো, যাতে বিভিন্ন ধরণের তাজা খেজুর ছিল। হ্যুর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর হাত মোবারক থালার (রেকাবীর) চতুর্দিকে যাচ্ছিল আর ইরশাদ করলেন: “হে ইকরাস! যেখান থেকে ইচ্ছে হয় খাও কেননা এটা (খেজুরগুলো) বিভিন্ন ধরণের।” (ইবনে মাজাহ শরীফ, ৪/ ১৫, হাদীস: ৩২৭৪)

পাঁচ আঙ্গুল খাওয়া গ্রাম্য লোকদের রীতি

হযরত সায়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আবাস رضي الله عنه থেকে বর্ণিত আছে যে, নবী করীম, রউফুর রহীম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ বৃক্ষাঙ্গুল ও শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে ইশারা করে বললেন: “এই দু’আঙ্গুল দিয়ে খেয়ো না (বরং এগুলোর পার্শ্ববর্তী মধ্যমা আঙ্গুল মিলিয়ে) তিন আঙ্গুল দিয়ে খাও কারণ এটা সুন্নাত এবং পাঁচ (আঙ্গুল) দিয়ে খেয়োনা, কেননা এটা গ্রাম্য লোকদের রীতি।” (কান্যুল উমাল, ৫/ ১১৫, হাদীস: ৪০৮৭২)

শয়তানের খাওয়ার মদ্দতি

হযরত সায়িদুনা আবু হুরাইরা رضي الله عنـه থেকে বর্ণিত রয়েছে যে, তাজেদারে রিসালত, হ্যুর পূরনূর ইরশাদ করেছেন: “এক আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া শয়তানের ও দুই আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া অহংকারীদের এবং তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া আমিয়া এর নিয়ম। (জামে সগীর, ১৮৪ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৩০৭৪) তাজেদারে রিসালাত শাহানশাহে নবুয়াত অনেক সময় মোবারক চার আঙ্গুল দিয়েও খাবার খেতেন। (জামে সগীর, ২৫০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ৬৯৪২ থেকে সংকলিত)

তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়ার মদ্দতি

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! তিন আঙ্গুল দিয়ে খেলে লোকমা ছোট ভাবে তৈরী হবে। ছোট লোকমা চিবানো সহজ হবে। যতটুকু ভালভাবে চিবানো হবে ততটুকু মুখ থেকে বের হওয়া হজমকারী লালা তাতে মিশবে আর এভাবে খাবার তাড়াতাড়ি হজম হবে।

হযরত সায়িদুনা মোল্লা আলী কারী رحمة الله عليه বলেন: “পাঁচ আঙ্গুলে খাওয়া লোভীদের আলামত।” (মিরকাত, ৮/৯) রুটি তিন আঙ্গুল দিয়ে খাওয়া অধিক কষ্টও নয়, শুধুমাত্র সামান্য মনোযোগের প্রয়োজন রয়েছে। তবে ভাত তিন আঙ্গুল দিয়ে খেতে সামান্য অসুবিধা হয়ে থাকে কিন্তু মাদানী চিন্তাধারার অধিকারী সুন্নাতের প্রেমিকদের জন্য এটাও কোন কঠিন বিষয় নয়। নিশ্চয় সুন্নাতের মধ্যেই শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। বড় লোকমার লালসায় পাঁচ আঙ্গুল দিয়ে খাওয়ার পরিবর্তে প্রশিক্ষণের জন্য ডান হাতের অনামিকা (কনিষ্ঠা আঙ্গুলের পার্শ্ববর্তী আঙ্গুল) কে বাঁকা করে তাতে রবার

বেন্দ পড়ে নিন অথবা রঞ্জির একটি টুকরো কনিষ্ঠ ও অনামিকা আঙুলে রেখে হাতের তালুর দিকে চেপে ধরুন। যদি সত্যিকারের আন্তরিকতা থাকে তবে إِنْ شَاءَ اللَّهُ তিন আঙুল দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে। যখন তিন আঙুল দিয়ে খাওয়ার অভ্যাস হয়ে যাবে তখন আর রাবার বেন্দ ও রঞ্জির টুকরো হাতের তালুর দিকে চেপে ধরার প্রয়োজন হবে না। যদি তাতের দানা আলাদা আলাদা থাকে ও তিন আঙুলে সেগুলোর লোকমা তৈরী না হয় তবে তখন চার বা পাঁচ আঙুল দিয়ে খেয়ে নিন। কিন্তু এ সর্তর্কতা জরুরী যে, হাতের তালুতে যেন না লাগে, এমনকি আঙুলগুলোর মূল (গোড়া) পর্যন্তও যেন না লাগে।

চামচ দিয়ে খাওয়ার ঘটনা

ছুরি, কাঁটা চামচ ও চামচ দিয়ে খাওয়া সুন্নাত পরিপন্থি। আমাদের পূর্ববর্তী বুযুর্গরা চামচ দিয়ে খাওয়া থেকে বেঁচে থাকতেন। কারণ রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে তিন আঙুলে খাওয়ার প্রমাণ রয়েছে। হযরত সায়িদুনা ইমাম ইব্রাহীম বাজুরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: “একবার আবাসী খলিফা মামুনুর রশীদের সামনে চামচ সহকারে খাবার পেশ করা হলো। ঐ সময়ের প্রধান কায়ী হযরত সায়িদুনা ইমাম আবু ইউসূফ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বললেন: “আল্লাহ পাক ইরশাদ করেন:

وَلَقَدْ كَرِمَ مَسَابِنِي أَمَّرَ
(সূরা-বনী ইসরাইল, আয়াত-৭০, পারা-১৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর
নিঃসন্দেহে আমি আদম
সন্তানদেরকে সম্মান দিয়েছি।

হে খলিফা! এ আয়াতে কারীমার তাফসীরে আপনার দাদাজান হযরত সায়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আবাস رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ বলেন: “আমি

তাদের জন্য আঙুল সৃষ্টি করেছি, যা দিয়ে তারা খাবার খায়।” তখন তিনি চামচ পরিত্যাগ করে আঙুল দিয়ে খাবার খেলেন।

(বাজুরী কৃত, আল মাওয়াহিবুল লাদুনিয়াহ, ১১৪ পৃষ্ঠা)

চামচ দিয়ে কখন খেতে মার্জন?

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! যদি খাদ্যই এরকম হয়, যেমন-ফিরনী অথবা পাতলা দই ইত্যাদি যা আঙুল দিয়ে খাওয়া সম্ভবপর নয় এবং পানও করা যায় না কিংবা হাতে আঘাত বা হাত ময়লাযুক্ত ও ধোঁয়ার জন্য পানি সহজলভ্য না হয় তখন প্রয়োজনবশতঃ চামচ ব্যবহারের অনুমতি রয়েছে। অনুরূপভাবে মাংসের রান্নাকৃত বড় টুকরো বা রান ইত্যাদিকে ছুরি দিয়ে কেটে খাওয়ারও অনুমতি রয়েছে

APENDIX রোগের চিকিৎসা হায়ে গেল

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! খাওয়ার সুন্নাতগুলো নিজের জীবনে বাস্তবায়ন করার জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করাকে অভ্যাসে পরিণত করুন। সমাজের অনেক বিপথগামী মানুষ দাঁওয়াতে ইসলামীর মাদানী কাফেলায় সফরের বরকতে **بِلِّهُكَّ** সঠিক পথে এসে গেছেন। এ প্রসঙ্গে মাতরা, (ভারত) এর এক ইসলামী ভাইয়ের বর্ণনা কিছুটা এরূপ, আমি একজন মডার্ণ যুবক ছিলাম। ফিল্ম, নাটক দেখাতে আমি ব্যস্ত থাকতাম। কোন উপায়ে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে প্রকাশিত বয়ানের ক্যাসেট “চিভির ধৰঃসলীলা” শুনার সৌভাগ্য অর্জন হল, যেটা আমার জীবন পরিবর্তন করে দিয়েছে। আমি দাঁওয়াতে ইসলামীর দ্বানি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে গেলাম। এরই মধ্যে আমার APENDIX এর রোগ ধরা

পড়ল আর ডাঙার অপারেশনের পরামর্শ দিলেন। আমি ভয় পেয়ে গেলাম। এ সময় দাঁওয়াতে ইসলামীর একজন মুবাল্লিগের একক প্রচেষ্টার ফলে জীবনে প্রথমবার আশিকানে রাসুলদের সাথে দাঁওয়াতে ইসলামীর সুন্নাতে ভরা প্রশিক্ষণের তিন দিনের মাদানী কাফেলার মুসাফির হয়ে গেলাম। **صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ** মাদানী কাফেলার বরকতে অপারেশন ছাড়া আমার রোগ দূর হতে লাগল। **صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ** আমার উৎসাহ উদ্দীপনায় মদীনার ১২ চাঁদ লেগে গেল। এখন প্রতি মাসে তিনদিনের মাদানী কাফেলায় সফরের সৌভাগ্য অর্জন করে থাকি। প্রতিমাসে ৭২ নেক আমল রিসালা পূরণ করে তা জমা দিয়ে থাকি এবং মুসলমানদেরকে ফযরের নামাযের উদ্দেশ্যে জাগানোর জন্য অলিতে গলিতে ঘুরে ঘুরে সাদায়ে মদীনা দিয়ে থাকি।

বে-আমল বা-আমল বন্তে হে ছুর বছুর,
আচ্ছি সুহবত ছে ঠাভা হো তেরা জিগৱ,
তু ভী আয় ভা-ই কর কাফিলে মে সফর।
কা-শ! করলে আগর কাফিলে মে সফর।

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ **صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!**

অজ্ঞান জাঁ কাবে অমাবেশন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো! মাদানী কাফেলায় সফরের ক্রিয়প বরকত রয়েছে। এটা মনে রাখবেন! রোগ ব্যাধি ও মুসিবত মুসলমানদের জন্য সাধারণত রহমত লাভের কারণ হয়ে থাকে। এই মাত্র আপনারা শুনলেন, ইসলামী ভাইয়ের এপেন্ডিক্সি-এর ব্যথা হয়েছে, অতঃপর মাদানী কাফেলায় সফর করে সুস্থ হলো। এভাবে তিনি দ্বীনি পরিবেশে সম্পৃক্ত হয়ে যান। আর দ্বীনি পরিবেশের সাথে তিনি পাকাপোক্তভাবে সম্পৃক্ত হয়ে যাওয়াটা নিশ্চয় রহমতের অধিকারী হওয়ার

মাধ্যম। কোন কাজে বা রোগে কষ্ট হলেও ধৈর্য ধারণের চেষ্টা করে প্রচুর পরিমাণে সাওয়াব ও প্রতিফল অর্জন করা উচিত। আমাদের বুরুর্গানে দ্বীন رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ গণের ধৈর্যধারণের ধরণ ও সেটার মাধ্যমে সাওয়াব ও প্রতিফল লাভের আগ্রহও কী চমৎকার ছিল। যেমন- বুখারি শরীফের ব্যাখ্যাকার হ্যরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শরীফুল হক আমজাদী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বুখারী শরীফের ব্যাখ্যাত্ত “নুয়াতুল কারী” এর ২য় খন্ডের ২১৩ থেকে ২১৫ পৃষ্ঠায় উদ্ভৃত করেন, হ্যরত সায়িদুনা উরওয়াহ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ যাঁর সমানিত পিতা ছিলেন প্রসিদ্ধ সাহাবী হ্যরত সায়িদুনা যুবাইর বিন আওয়াম رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ও সমানিত মাতা ছিলেন হ্যরত সায়িদাতুনা আসমা বিনেত আবু বকর সিদ্দীক رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ তিনি উম্মুল মুমিনীন হ্যরত সায়িদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا এর ভাগিনা ও হ্যরত সায়িদুনা আবদুল্লাহ বিন যুবাইর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ এর আপন ভাই এবং মদীনা শরীফের প্রসিদ্ধ “ফুকাহায়ে সাবআহ” (অর্থাৎ- সাতজন বিখ্যাত ওলামায়ে কিরাম) এর একজন ছিলেন। আবিদ, দুনিয়া ত্যাগী ও রাত জেগে ইবাদতকারী বুরুর্গ ছিলেন। প্রতিদিন নিয়মিতভাবে এক চতুর্থাংশ কুরআনে পাক দেখে দেখে তিলাওয়াত করতেন ও এক চতুর্থাংশ কুরআন শরীফ রাত্রে তাহাজ্জুদে তিলাওয়াত করতেন। খলীফা ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিক বলতেন, যার জান্নাতী লোক দেখার ইচ্ছা তিনি যেন হ্যরত সায়িদুনা উরওয়াহ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ কে দেখেন।

একবার তিনি সফর করে ওয়ালীদ বিন আবদুল মালিকের নিকট গেলেন। তাঁর رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ মোবারক পায়ে আকিলা হয়ে গিয়েছিল। এটা ঐ রোগ যা শরীরের অঙ্গে পঁচন ধরায়। সুতরাং ওয়ালীদ পরামর্শ দিলেন, অপারেশন করিয়ে নিন। তিনি رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ রাজী হলেন না। কিন্তু রোগ বৃদ্ধি

পেয়ে পায়ের গেঁড়লি পর্যন্ত বৃদ্ধি পেল। ওয়ালিদ আরয় করলেন: ‘আলীজা! এখনতো পা কেটে ফেলা জরুরী অন্যথায় এ রোগ সমস্ত শরীরে ছড়িয়ে পড়বে। তিনি رَبُّهُمْ عَزِيزٌ রাজী হয়ে গেলেন। সুতরাং ডাঙ্গার আসল। তিনি বললেন: মদপান করে নিন যাতে কাটার সময় কষ্ট অনুভব না হয়। বললেন: আল্লাহ পাকের হারাম কৃত বস্তুর মাধ্যমে আমি সুস্থতা চাইনা। আরয় করলেন: “অনুমতি হলে কোন ঘুমের উষ্ণ দিয়ে দিই।” বললেন: আমি চাই না যে, কোন অঙ্গ কাঁটা হবে আর আমার কষ্ট অনুভব হবে না এবং কষ্ট ও ধৈর্যের মাধ্যমে অর্জিত সাওয়াব থেকে আমি বঞ্চিত থেকে যাব। আরয় করা হলো, ঠিক আছে। কিছু লোককে অনুমতি দিন যেন আপনাকে ধরে রাখে। বললেন: তারও প্রয়োজন নেই। অবশেষে প্রথমে পায়ের মাংস ছুরি দিয়ে ও এরপর হাঁড় করাত দিয়ে কাটা হলো। কিন্তু তাঁর ধৈর্য ও সহনশীলতার প্রতি শত মারহাবা! মুখে আহ! শব্দ পর্যন্ত করলেন না। একাধারে আল্লাহ পাকের যিকরে মগ্ন ছিলেন। এমনকি লোহার চামচ দিয়ে যায়তুন শরীফের ফুটস্ট তেল দিয়ে তখন ক্ষতস্থানকে দাগ দেয়া হলো তখন প্রচন্ড ব্যথার কারণে অজ্ঞান হয়ে গেলেন। যখন জ্ঞান আসলো তখন চেহারা মোবারক থেকে ঘাম মুছতে লাগলেন আর কর্তনকৃত পা মোবারক হাতে নিয়ে উলট পালট করতে করতে বললেন: এ সন্দ্রার শপথ! যিনি আমাকে তোর উপর আরোহন করিয়েছেন। আমি তোর মাধ্যমে কখনো কোন গুনাহের দিকে যায়নি। অপারেশনের সকল কার্যক্রম এভাবে সম্পাদন হলো, ওয়ালিদ কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন তার খবরও হলো না। যখন দাগ দেয়ার সময় গন্ধ ছড়াল তখন বুবাতে পারলেন।

(নুয়াতুল কারী, ২/ ২১৩-২১৫)

ছেলের শাহাদাৎ

এ সফরে হযরত সায়িদুনা উরওয়া رضي الله عنه এর দ্বিতীয় পরীক্ষা এটা হলো যে, তিনি رضي الله عنه এর ছেলে হযরত সায়িদুনা মুহাম্মদ বিন উরওয়াহ رضي الله عنه ওয়ালিদের ঘোড়শালায় গেলে তখন কোন চতুর্স্পদ জন্ম তাঁকে মেরে শহীদ করে দিল, যখন তিনি মদীনা শরীফে [زَادَهُ اللَّهُ شَرْفًا وَتَعْظِيْمًا] ফিরে এলেন তখন এ অংশ তিলাওয়াত করলেন:

لَقَدْ لَقِيْنَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصِبًا

(পারা-১৫, সূরা-কাহাফ, আয়াত-৬২)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:

নিচয় আমরা আমাদের এ সফরে
বড় কষ্টের সম্মুখীন হলাম।

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلَّوَا عَلَى الْحَبِيبِ!

হযরত উরওয়া رضي الله عنه এর দানশীলতা

হযরত সায়িদুনা উরওয়াহ رضي الله عنه এর দানশীলতা ও উদারতার অবস্থা এমন পর্যায়ে পৌছে যেত যে, যখন বাগানে ফল পেঁকে যেত তখন বাউভারী খুলে দিতেন। এতে লোকেরা এসে ফল খেতেন ও (সাথে) বেঁধে নিয়েও যেতেন। তিনি رضي الله عنه যখন নিজের বাগানে আসতেন তখন সুরাতুল কাহাফের আয়াতের এ অংশটুকু মুখে পাঠ করতেন:

وَلَوْلَا إِذْ دَحْلَثَ جَنَّتَكَ قُلْتَ

مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ

(পারা-১৫, সূরা- কাহাফ, আয়াত-৩৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আর কেন
এমন হলো না যে, যখন তুমি আপন
বাগানে প্রবেশ করেছো তখন বলতে,
'আল্লাহ যা চান, আল্লাহর সাহায্য ছাড়া
আমাদের কোন শক্তি নেই।

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ

صَلَّوَا عَلَى الْحَبِيبِ!

হেলান দিয়ে খাওয়া সুন্নাত নয়

নূর নবী, রাসূলে আরবী, হ্যুর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন:
“আমি হেলান দিয়ে খাইনা।” (কানযুল উমাল, ১৫/১০২, হাদীস: ৪০৭০৮)

হেলান দিয়ে খায়েনা

হযরত সায়িদুনা আবু দারদা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ থেকে বর্ণিত রয়েছে যে,
আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী হ্যুর পুরনূর ইরশাদ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ
করেছেন: “তোমরা হেলান দিয়ে খাবার খেয়ো না।”

(মাজমাউয় ঘাওয়াইদ, ৫/২২, হাদীস: ৭৯১৮)

হেলান দিয়ে খাওয়ার চারটি অবস্থা

খাওয়ার সময় হেলান দেয়ার চারটি অবস্থা রয়েছে: (১) একটি
বাহু জমিনের দিকে করে (অর্থাৎ- ডানে বা বামে ঝুকে) বসা (২) চার ঘানু
(অর্থাৎ- দুই পা দুদিকে ফেলে) বসা (৩) এক হাত জমিনের উপর রেখে
(সেটার উপর) ভর দিয়ে বসা (৪) দেয়াল (কিংবা চেয়ারের পেছনে)
ইত্যাদিতে হেলান দিয়ে বসা। এ চারটি অবস্থা ঠিক নয়। দুই ঘানু অথবা
দুই হাঁটু দাঁড় করিয়ে বসে খাওয়া উত্তম, চিকিৎসা বিজ্ঞান মতেও
উপকারী। দাঁড়িয়ে খাবার খাওয়া ঠিক নয়। (মিরআত শরহে মিশকাত, ৬/ ১২)

কৃতিকে মস্তকাল করো

খাবারের সময় রুটির টুকরা পড়ে গেলে উঠিয়ে খেয়ে নেয়া
সুন্নাত। যেমন-উম্মুল মুমিনীন সায়িদাতুনা আয়েশা সিদ্দীকা رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا

বলেন: নবী করীম ﷺ'র বরকতময় ঘরে তাশরীফ আনলেন, রুটির টুকরো পতিত অবস্থায় দেখে সেটা তুলে নিয়ে মুচলেন অতঃপর খেয়ে নিলেন এবং বললেন: “আয়েশা! ﷺ ভাল জিনিসের সম্মান করো। কারণ এ বস্তু (অর্থাৎ-রুটি) যখন কোন সম্প্রদায় থেকে চলে গেছে, তখন (আর) ফিরে আসেনি।” (ইবনে মাজাহ, ৪/ ৫০, হাদীস: ৩৩৫৩)

খাওবের অপচয় থেকে তাওবা করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আজকাল প্রত্যেকে বরকতহীনতা ও দারিদ্র্যতার কারণে হায় ভৃতাশ করছে। হতে পারে যে, খাবারের সম্মান না করার কারণে এ শাস্তি। আজকাল কোন মুসলমান এমন নেই, যে খাবার নষ্ট করে না। চারিদিকে খাবারের অসম্মানের বেদনাদায়ক দৃশ্য দেখা যাচ্ছে। বিয়ের অনুষ্ঠান হোক কিংবা বুয়ুর্গানে দীনের ﷺ নিয়াম (ফাতিহা, ওরশ) এর তাবাররূক। আফসোস! শত কোটি আফসোস! দণ্ডরখানা ও কার্পেটের উপর নির্দয়ভাবে খাবার ফেলা হয়। খাওয়ার সময় হাজিড থেকে মাংস ও মসল্লা ভালভাবে পরিষ্কার করে খাওয়া হয় না। গরম মসল্লার সাথেও খাবারের প্রচুর অংশ নষ্ট করা হয়। থালায় অবশিষ্ট থাকা খাবার ও পেয়ালা, ডেঙ্গীতে (পাত্রে) অবশিষ্ট থাকা বোল পুনরায় ব্যবহার করার মানসিকতা অধিকাংশ মানুষের মধ্যে নেই। এভাবে প্রচুর পরিমাণে খাবার প্রায়ই ডাষ্টবিনে ফেলে দেয়া হয়। এ পর্যন্ত যতটুকুই অপচয় করেছেন, দয়া করে তা থেকে তাওবা করে নিন! ভবিষ্যতে খাবারের একটি দানাও এবং বোলের এক ফোঁটাও যেন অপচয় না হয় এর জন্য দৃঢ় সংকল্প করে নিন। কিয়ামত এর অগু পরিমানেরও হিসাব হবে। নিশ্চয় কেউই কিয়ামতের দিন হিসাব দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। তাওবা,

আন্তরিকভাবে তাওবা করে নিন। দুর্জনে পাক পড়ে আরয করুন, ইয়া
আল্লাহ! আজ পর্যন্ত আমি যতটুকু অপচয়ই করেছি তা থেকে ও সকল
ছোট বড় গুনাহ থেকে তাওবা করছি, আর তোমার দেয়া তওফিকে
ভবিষ্যতে গুনাহ সমূহ থেকে বাঁচার পূর্ণভাবে চেষ্টা করব। ইয়া রবে
মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ আমার তাওবা করুন করে নাও ও আমাকে বিনা
হিসাবে ক্ষমা করে দাও। أَمِينٌ بِجَاهِ خَاتَمِ النَّبِيِّينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ

সদকা পেয়ারে কি হায়া কা কে না লে মুবাছে হিসাব,

বখশু বে-পুছে লাজায়ে কো লাজানা কিয়া হায়। (হাদায়িখে বখশিশ)

৮ম পারা সূরা আ'রাফ আয়াত নম্বর ৩১-এ আল্লাহ পাক ইরশাদ
করেন:

كُلُّوَا وَأَشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا
إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ
(পারা: ৮, সূরা: আ'রাফ, আয়াত : ৩১)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: আহার
করো ও পান করো এবং সীমাতিক্রম
করো না। নিঃসন্দেহে, সীমাতিক্রম
কারীদেরকে তিনি পছন্দ করেন না।

বিখ্যাত মুফাসিসির, হাকীমুল উম্মত, হ্যরত মুফতী আহমদ ইয়ার
খাঁ'ন নঙ্গমী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ তফসীরে নঙ্গমীর ৮ম খন্ডের ৩৯০ পৃষ্ঠায় বলেন:
অপচয়ের অনেক ব্যাখ্যা রয়েছে। (১) হালাল বস্তু সমূহকে হারাম জানা
(২) হারাম বস্তুসমূহ ব্যবহার করা, (৩) প্রয়োজনের চেয়ে অধিক পানাহার
বা পরিধান করা, (৪) যা মন চায় তা পানাহার বা পরিধান করা (৫) রাত
দিন বারংবার পানাহার করতে থাকা, যাতে পাকস্তলী খারাপ হয়ে যায়,
এবং অসুস্থ হয়ে পড়া, (৬) বিষাক্ত ও ক্ষতিকারক বস্তুসমূহ পানাহার করা।
(৭) সর্বদা খাওয়া দাওয়া, পরিধানের খেয়ালে থাকা যে, এখন কি খাব,

পরে কি খাব। (রহস্য বয়ান, ৩/ ১৫৪) (৮) অলসতার জন্য খাওয়া, (৯) গুনাহ করার জন্য খাওয়া, (১০) ভাল পানাহার, উত্তম (পোশাক) পরিধানে এমনভাবে অভ্যন্ত হয়ে যাওয়া যে কখনো সামান্য মূল্যের সাধারণ জিনিসের পানাহার করতে না পারা, (১১) ভাল খাবারকে নিজের মর্যাদার ফল মনে করা। মোটকথা হচ্ছে, এ একটি শব্দের মধ্যে অনেক নির্দেশাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। হ্যারত সায়িদুনা ফারঢকে আয়ম ଶ୍ରୀ ପ୍ରତ୍ୟେ বলেন: “সর্বদা ভরা পেটে থাকা থেকে বেঁচে থাক। কারণ এটা শরীরকে অসুস্থ, পাকস্থলীকে খারাপ ও নামাযে অলসতা প্রদান করে। পানাহারে মধ্যপন্থা অবলম্বন করো, কেননা এটা শত রোগের চিকিৎসা। আল্লাহ পাক মোটা ব্যক্তিকে^(১) পছন্দ করে না।” (কাশফুল খিলা, ১/২২১, হাদীস: ৭৬০)

যে ব্যক্তি শাহওয়াত (অর্থাৎ- প্রবৃত্তি, আকাঙ্ক্ষা) কে নিজের দ্বীনের (ধর্মের) উপর প্রাধান্য দেবে, সে ধৰ্ম হয়ে যাবে।

(রহস্য মাআনী, ৪/১৬৩। মুলতান তাফসীরে নজীমী, ৮/৩৯০)

হালকা গড়নের মানুষের ঘর্যীলত

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! কম খাওয়ার সাথে সাথে বিশেষতঃ ময়দা, মিষ্ঠি ও চর্বিজাতীয় এবং এসবের তৈরী খাবার ব্যবহার (ডাক্তারের পরামর্শ অনুযায়ী) কম করাতে শরীরের ওজন কমে যায়। বেড়ে যাওয়া পেট পূর্বের অবস্থায় ফিরে আসে ও ঐ ব্যক্তি স্মার্ট (SMART) হয়ে যায়। মোটা হওয়ার কারণে কোন মুসলমানকে নিয়ে হাসা, উত্ত্যক্ত করে মনে কষ্ট দেয়া গুনাহ। কম আহারকারী^(২), হালকা গড়নের শরীরধারী

১. মোটা হওয়ার কারণে কোন মুসলমানের উপর হাসি ঠাট্টা করে মনে কষ্ট দেয়া গুনাহ।

২. শরীরের ওজন কম করার পদ্ধতি জানার জন্য ফয়জানে সুন্নাতের অধ্যায় পেটের কুফ্লে মদীনার ৭৬-৭৯ পৃষ্ঠা অধ্যয়ন করুন।

মুসলমানকে আল্লাহ পাক পছন্দ করেন। যেমন- হ্যরত সায়িদুনা আবদুল্লাহ ইবনে আবুস রضي اللہ عنہم থেকে বর্ণিত রয়েছে; অদৃশ্যের সংবাদ দাতা নবী করীম صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ইরশাদ করেছেন: “আল্লাহ পাকের (নিকট) তোমাদের মধ্যে এই বান্দা সবচেয়ে বেশি পছন্দনীয়, যে কম আহারকারী ও হালকা গড়নের। (জামে সগীর, ২০ পৃষ্ঠা, হাদীস: ২২১)

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আমলের উৎসাহ বৃদ্ধির জন্য দ্বিনি পরিবেশের প্রয়োজন। অন্যথায় অঙ্গীভাবে উৎসাহের সৃষ্টি হলেও পরে ভাল সংস্পর্শের অভাবে স্থায়ীত্ব লাভ হয় না। তাই আশিকানে রাসুল এর সংস্পর্শ লাভের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করাকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করুন। دا'ওয়াতে الْحَمْدُ لِلّٰهِ দা'ওয়াতে ইসলামীর বরকতে চারিদিকে সুন্নাতের সাড়া জেগেছে। আসুন, দা'ওয়াতে ইসলামীর একটি ঈমান তাজাকারী “ঘটনা” শুনে নিজের হৃদয়কে প্রস্ফুটিত করুন। যেমন-

এক অমৃতালিখের ইসলাম গ্রন্থ

তেহসীল ঢাভা, জেলা আমবিটকর নগর ইউপি, ভারতের এক ইসলামী ভাইয়ের অনেকটা এরকম বর্ণনা হচ্ছে, আমি কুফরের অন্ধকার জগতে ঘুরছিলাম। একদিন কেউ মাকতাবাতুল মদীনার একটি রিসালা “ইহতিরামে মুসলিম” আমাকে উপহার দিলেন। আমি পড়ে অবাক হলাম, যেসব মুসলমানকে আমি সর্বদা ঘৃণার চোখে দেখতাম। তাদের মায়হাব “ইসলাম” পরম্পরারের মধ্যে এ ধরণের শান্তির সংবাদ দিচ্ছে। রিসালাটির লিখকের প্রভাব তীর হয়ে আমার অন্তরে প্রভাব ফেলল আর আমার অন্তরে ইসলামের প্রতি ভালবাসার ঝর্ণা চেউ তুলতে লাগল। একদিন আমি বাসে

সফর করছিলাম, কিছু দাঢ়ি ও ইমামা (পাগড়ি) ধারী ইসলামী ভাইয়ের কাফেলাও বাসে আরোহন করল। আমি দেখতেই বুঝে গেলাম এরা মুসলমান। আমার অন্তরে যেহেতু আগে থেকেই ইসলামের ভালবাসা সৃষ্টি হয়েছিল তাই আমি সম্মানের দৃষ্টিতে তাদেরকে দেখতে লাগলাম। এরই মধ্যে তাদের মধ্য থেকে একজন ইসলামী ভাই প্রিয় নবী রাসূলে আরবী ﷺ'র শানে না'ত শরীফ পড়া শুরু করলেন। আমার কাছে তার ধরণ সীমাহীন ভালো লাগল। আমার আগ্রহ দেখে তাদের মধ্য থেকে একজন আমার সাথে কথাবার্তা শুরু করে দিলেন। তিনি বুঝে গেলেন যে, আমি মুসলমান নই। তিনি মুচকি হেসে খুবই হৃদয়গ্রাহী ভঙ্গিতে আমাকে বললেন: আমি আপনাকে ইসলাম গ্রহণ করার আবেদন জানাচ্ছি। 'ইহতিরামে মুসলিম' রিসালা পড়ে যেহেতু আমি পূর্বেই আন্তরিকভাবে ইসলাম প্রেমিক হয়ে গিয়েছিলাম, তার বিষয়সূলভ আচরণ আমার অন্তরে আরো প্রভাব ফেলল। আমি না করতে পারলাম না। **الْحَمْدُ لِلّهِ** আমি সত্য অন্তরে ইসলাম গ্রহণ করলাম। **الْحَمْدُ لِلّهِ** এ বর্ণনা দেয়ার সময় আমি মুসলমান হয়েছি চার মাস গত হয়েছে। আমি নিয়মিতভাবে নামায পড়ছি, দাঁড়ি সাজানোর নিয়ন্ত করে নিয়েছি, দাঁওয়াতে ইসলামীর দ্বিনি পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে মাদানী কাফেলা সমূহে সফরের সৌভাগ্যও অর্জন করছি।

কাফেরো কো চলে মুশরিকো কো চলে,
দাঁওয়াতে দ্বীন দে কাফিলে মে চলো।
দ্বীন পে-লা-য়ে ছব চলে আ-য়ে,
মিলকে সা-রে চলে কাফিলে মে চলো।

মানুষকে লজ্জা করে সুজ্ঞাত রজ্জু করা হতো না!

আমাদের সাহাবায়ে কিরামগণ عَلَيْهِ الرَّضْوَانُ তাজেদারে রিসালাত, শাহানশাহে নবুয়াত এর ভালবাসায় সর্বদা বিভোর থাকতেন। দুনিয়ার কোন আকর্ষণ ও অকৃতজ্ঞ সমাজ ব্যবস্থার মিথ্যা বাহাদুরী, সম্মান তাঁদের কাছ থেকে সুন্নাতের আমল ছাড়াতে পারত না। যেমন- হযরত সায়িদুনা হাসান বসরী رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বলেন: হযরত সায়িদুনা মাকিল বিন ইয়াসার رَضْقُ اللَّهِ عَنْهُ (যিনি সেখানকার মুসলমানদের সর্দার ছিলেন) খাবার খাচ্ছিলেন, (তখন) তাঁর হাত থেকে লোকমা পড়ে গেল। তিনি (তা) তুলে নিলেন ও পরিষ্কার করে খেয়ে নিলেন। এটা দেখে গেঁয়ো লোকেরা চোখ দিয়ে একে অপরকে ইশারা করল, (কি আশর্য কথা যে, পতিত লোকমা তিনি খেয়ে নিলেন) কেউ তাঁকে رَضْقُ اللَّهِ عَنْهُ বললেন: আল্লাহ আমীরের মঙ্গল করুন। হে আমাদের সর্দার! এসব গেঁয়ো লোক বাঁকা দৃষ্টিতে ইশারা করছে যে, আমীর সাহিব رَضْقُ اللَّهِ عَنْهُ পতিত লোকমা খেয়ে নিলেন, অথচ তাঁর সামনে খাবার বিদ্যমান রয়েছে।” তিনি বলল: “এ অনারবীদের কারণে আমি ঐ বস্তুকে ত্যাগ করতে পারি না, যেটা আমি রাসূলে আকরাম নূরে মুজাস্সাম صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ থেকে শুনেছি। আমরা একে অপরকে নির্দেশ দিতাম যে, লোকমা পড়ে গেলে তখন সেটাকে পরিষ্কার করে খেয়ে নেয়া উচিত, শয়তানের জন্য রেখে দেয়া উচিত নয়।” (ইবনে মাজা শরীফ, ৪/১৭, হাদীস: ৩২৭৮)

কুহে ঈমাঁ মগজে কুরআঁ জান দী, হাস্তে হৰে রহমাতুল্লিল আলামীন।

গেণি গেণি একক প্রচেষ্টা করুন

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আপনারা শুনলেন তো? বিখ্যাত সাহাবী ও মুসলমানদের সর্দার সায়িদুনা মাক্কিল বিন ইয়াসার رضي الله عنه সুন্নাতকে কিরূপ ভালবাসতেন। তিনি رضي الله عنه অনারবীদের ইশারা করাকে সামান্য পরিমাণ পরওয়া করলেন না এবং স্বাভাবিকভাবে সুন্নাতের উপর আমল চালু রাখলেন। আর আজ অনেক মূর্খ মুসলমান এমনই রয়েছে যে, “আধুনিক পরিবেশে” দাঁড়ি মুবারাক এর ন্যায় মহান সুন্নাত পরিত্যাগকে আল্লাহর পানাহ! “দূরদর্শিতা” মনে করে। সত্যিকারের দূরদর্শিতা এটাই যে, হাজারো খারাপ পরিবেশ হোক, বিরোধী ব্যক্তিদের জোর হোক, বদ্যায়হাবের শোর হোক, যা কিছুই হোক না কেন আপনি দাঁড়ি শরীফ, ইমামায়ে পাক (পাগড়ি) ও সুন্নাতে ভরা সাদা পোশাকে থাকুন। মানুষের সংশোধনের জন্য একক প্রচেষ্টা করতে থাকুন। إِنْ شَاءَ اللَّهُ সুন্নাতের আলো একটি একটি করে জ্বলতে থাকবে, সত্যের উন্নতি হবে, শয়তান অপদস্ত হবে, চারিদিকে সুন্নাতের আলো চমকাবে। প্রত্যেকে আশিক, প্রিয় মুস্তফা صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর প্রেমিক হয়ে যাবে। إِنْ شَاءَ اللَّهُ প্রিয় নবী صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ এর নূরের আলোতে আলোকিত হবে।

খাক সুরুজ ছে আঙীহিরো কা ইজলা হোগা,
আ-প আয়ে তো মেরে ঘর মে উজলা হোগা।
হোগা সায়রাব ছরে কাউছার ও তাসনীম উহী,
জিছকে হাতো মে মদীনে কা পিয়ালা হোগা।

صَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّوَا عَلَى الْكَبِيبِ!

ইংরিজিভাষী কৌশিশের একটি মাদানী ঘাহার দেখুন কাফেলা ইসলাম গ্রহণ

দাঁওয়াতে ইসলামীর আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মাদীনা (বাবুল মাদীনা করাচী) থেকে আশিকানে রাসুলের ৯২ দিনের এক মাদানী কাফেলা কলম্বোতে সফররত ছিল। যেদিন “এরো” জেলায় ৩০ দিনের জন্য মাদানী কাফেলা সফরে রওয়ানা হবে, এমন সময় এক ইসলামী ভাই এক অমুসলিম যুবককে আমীরে কাফেলার নিকট আনলেন। আমীরে কাফেলা প্রিয় নবী হুয়ুর পূর্বনূর صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ এর মহান চরিত্র, ব্যক্তিত্বের ব্যাপারে বেশ কিছু সুগন্ধিময় মাদানী ফুল পেশ করে তাকে ইসলামের দাওয়াত পেশ করলেন। এতে তিনি কিছু প্রশ্ন করলেন যেগুলোর জবাব দেয়া হলো।

কম বেশি এক ঘন্টার একক প্রচেষ্টার পর ঐ অমুসলিম ইসলাম গ্রহণ করে ধন্য হলেন।

কাফির আ-যায়েন গে রাহে হক পা-য়েন গে,

إِنْ شَاءَ اللّٰهُ । চলে কাফিলে মে চলো ।

কুফর কা ছর ঝুকে দ্বি-কা ঢংকা বাজে,

إِنْ شَاءَ اللّٰهُ । চলে কাফিলে মে চলো ।

صَلَّى اللّٰهُ عَلٰيْهِ وَسَلَّمَ صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!

মন্ত্রানকে কম বিবেক পুদ্রি হওয়া থেকে বৃক্ষে করার উপায়

তাজেদারে রিসালাত, হ্যুর صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ইরশাদ করেছেন: “যে ব্যক্তি দস্তরখানা থেকে খাবারের পতিত টুকরো (অংশ) তুলে নিয়ে খাবে সে প্রাচুর্যময় জীবন যাপন করে এবং তার সত্তান ও সত্তানের সত্তানেরা কম বিবেকবান (অল্প মেধা সম্পন্ন) হওয়া থেকে নিরাপদ থাকে।”

(কানযুল উমাল, ১৫/১১১, হাদীস: ৪০৮১৫)

صَلَّوَاعَلَى مُحَمَّدٍ صَلَّوَا عَلَى الْحَبِيبِ!

দারিদ্র্যতার প্রতিকার

বিখ্যাত মুহাদ্দিস হ্যরত সায়িদুনা হৃদবা বিন খালিদকে رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ বাগদাদের খলীফা মামুনুর রশীদ নিজের ঘরে দাওয়াত করলেন। খাওয়া শেষে খাবারের যেসব দানা ইত্যাদি পড়ে গিয়েছিল, সম্মানিত মুহাদ্দিস বেছে বেছে তা খেতে লাগলেন। মামুন আশ্চর্য হয়ে বললেন: “হে শায়খ! এখনো আপনার পেট ভরেনি? বললেন: কেন ভরবে না! আসল কথা হচ্ছে, আমার কাছে হ্যরত সায়িদুনা হাম্মাদ বিন সালামা رَحْمَةُ اللَّهِ عَنْهُ একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, “যে ব্যক্তি দস্তরখানায় পতিত টুকরোগুলো বেছে বেছে খাবে সে দারিদ্র্যতার ব্যাপারে নির্ভয় হয়ে যাবে।” আমি এ হাদীসে মুবারাকার উপর আমল করছি। এ কথা শুনে খলীফা মামুন সীমাইন প্রভাবিত হলেন ও নিজের এক খাদিমকে ইশারা করলে সে এক হাজার দীনার রূমালে বেঁধে নিয়ে আসল। মামুন তা হ্যরত সায়িদুনা হৃদবা বিন খালিদ রَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِ এর সামনে উপহার স্বরূপ পেশ করলেন। হ্যরত

সায়িয়দুনা হৃদবা বিন খালিদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ বললেন: رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ হাদীসে মুবারাকার উপর আমলের বরকত সাথে সাথে প্রকাশ পেয়ে গেল।

(সামরাতুল আওরাক, ১/৮)

লজ্জায় চুক্তাত ত্যাগ করো না

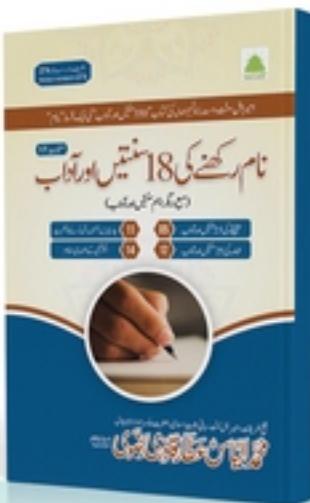
প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! জানা গেল যে, আমাদের বুয়ুর্গানে দ্বীন সুন্নাতের উপর আমল করার ব্যাপারে দুনিয়ার বড় থেকে বড় সর্দার এমনকি বাদশাদের পর্যন্ত পরওয়া করতেন না। এ ঘটনা থেকে আমাদের ঐ সকল ইসলামী ভাইদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা মানুষের লজ্জার কারণে পানাহারের সুন্নাতগুলো বর্জন করে দেন। এছাড়া দাঁড়ি শরীফ ও ইমামা মুবারকের সমানের তাজকে মাথায় সাজানো থেকে বাঞ্ছিত থাকেন। নিচয় সুন্নাতের উপর আমল করা উভয় জগতে সৌভাগ্যের মাধ্যম। অনেক সময় দুনিয়াতে সরাসরি এর বরকত প্রকাশ পেয়ে যায়। যেমন- হযরত সায়িয়দুনা হৃদবা বিন খালিদ رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِ শাহী দরবারে সুন্নাতের উপর আমল করার বরকতে এক হাজার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) পেয়ে গেলেন ও তিনি সম্পদশালী হয়ে গেলেন।

জু আপনে দিলকে গুলদাস্তে মে সুন্নাত কো সাজাতে হে,
উও বে-শক রহমতে দো-নো জাহা মে হক ছে পাতে হে।

صَلُّوا عَلَى الْحَبِيبِ!



আগামী সপ্তাহের পুস্তিকা



মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেতু অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬

ফয়েজানে মদীনা জামে মসজিদ, জমিয়ত মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪২৪০৫২৬

কাশৰীপাটি, মাজার ঘোড়, চকবরাজপুর, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

E-mail: bdmuktobazar@mdina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net